কালীপূজার মাহাত্ম্য এবং শিক্ষা

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. পটভূমি : যে শক্তি সর্বভূতকে কলন বা গ্রাস করেন তাকে কাল বলে। আর কালশক্তিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই হলেন কালী। কোন একসময় দেবগণকে রক্ষা করার জন্য দেবী ভগবতী অসুরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সময় তাঁর খুব ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সেই ক্রোধের কারণে তাঁর কপাল থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী তেজ নির্গত হয়। ঐ তেজ-জ্যোতি থেকেই কালীর উৎপত্তি হয়। তারপর কালীপূজা একসময় বিভিন্ন সাধক এবং এমনকি ডাকাতদের মধ্যেও প্রচলন হয়।

কালী পূজা বর্তমানে অনেক জায়গায় বার্ষিক এবং বারোয়ারী ভিত্তিতে প্রচলিত। আবার অনেক বাড়ীতে বা গৃহে দেবীকে নিত্যপূজা দেয়া হয়। কালীর অনেক মহিমা, বিভিন্ন কালী সাধকের মুখে এবং পয়ার ও গানে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে কালীর নানা প্রকারের মাহাত্ম্য বর্ণনা রয়েছে। নীচে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

২. যামল শাস্ত্র : এই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের যে অমাবস্যা, সেই অমাবস্যা মহানিশিতে - অর্থাৎ গভীর রাত্রে মৃন্ময়ী (মাটির) প্রতিমা গড়ে যে ব্যক্তি মহাকালীর পূজা করে তার প্রতি কালীমাতা প্রসন্ন হয়ে থাকেন। এই জড় জগতের সমস্ত ধরণের অভাব পূরণের পাশাপাশি ঐ ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিত হয়।

৩. কালীকল্পতন্ত্র : এই তন্ত্র অনুযায়ী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার গভীর রাত্রে উপযুক্ত উপকরণ সমূহ দ্বারা মহেশ্বরীর (কালীর) পূজা করলে পূজারী নরপতি হয়। অর্থাৎ রাজার মত তার ধন-সম্পত্তি লাভ সহ প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়।

আবার একই তন্ত্রে বলা হয়েছে যে যদি শনি অথবা মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথি পাওয়া যায় তবে ঐ তিথিতে কালীমাতার পূজা করতে পারলে শতগুণ ফল লাভ হয়। ঐ শনি বা মঙ্গলবার যদি চতুর্দ্দশী যুক্ত অমাবস্যা হয় তবে সেই সময় কালীর পূজা করতে পারলে পূজারী রাজচক্রবর্ত্তি হতে পারে। এর তাৎপর্য্য হল ঐ ব্যক্তি কালীমাতার শক্তি বলে সব ধরণের সাফল্য লাভ করে। ধন-সম্পত্তি ছাড়াও সমাজ এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনেও তার প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়।

এই তন্ত্রে মহেশ্বরীর পূজার কথা বলা হয়েছে। এই মহেশ্বরী শব্দের অর্থ হল দক্ষিণাকালী। একথা ঐ তন্ত্রেই উল্লেখ আছে।

৪. বিশ্বসার তন্ত্র : এই তন্ত্রে বলা হয়েছে: কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথিতে গভীর রাত্রে কোটি যোগিনী নিয়ে কালী আবির্ভুতা হন। ঐ অমাবস্যার গভীর রাত্রে কালীর জন্মদিন। তাই ঐ দিন মানুষ কালীপূজা করবে। ঐ মহারাত্রিতে বলিদান এবং পূজাদি যাই করা যায় তাই অক্ষয় হবে। অধিকন্তু কালী মা এরূপ পূজায় পূজকের উপর অতি প্রসন্ন হন। এজন্য উক্ত দিন কালীপূজা করা মানুষের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য।

৫. মহানির্বাণ তন্ত্র : এই তন্ত্রে বলা হয়েছে -

"কালনিয়ন্ত্রনাদ কালী জ্ঞানতত্ত্ব প্রদায়িনী।

তস্যাৎ সর্ব্বপ্রযত্বেন যজেদুভয় সিদ্ধয়ে।।"

অর্থাৎ কলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলে এর নাম কালী। ইনি জ্ঞানতত্ত্ব প্রদায়িনী। এজন্য ভোগ এবং মোক্ষ - এই উভয় কামনা লাভ করবার জন্য তাঁর আরাধনা করবে।

৬. কালীমাহাত্ম্য তন্ত্র : এই তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কালী হলেন নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক। ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ। কিন্তু তাঁর আরাধনার জন্য কোন না কোন প্রকাশ বা প্রতীক দরকার। কালী হলেন এরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ বা প্রতীক। তিনি আদিরূপা এবং সাক্ষাৎ কৈবল্য প্রদায়িণী - অর্থাৎ মুক্তিদাত্রী।

৭. যোগিণীতন্ত্র : এই তন্ত্রশাস্ত্রে স্বয়ং মহাদেব বলছেন, এই কালিকা বিদ্যা হল মহা মহা ব্রহ্মবিদ্যা। এঁর দ্বারা মহাপাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণও নির্বাণ লাভ করতে পারে। এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ পর্য্যন্ত কালিকার উপাসক।

উপরোক্ত বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রের আলোকে বলা যায় কালীর উপাসনা সব যুগেই সকল জীবকে সিদ্ধি প্রদান করে। আবার এই কলিযুগে পরাপ্রকৃতি কালীই বিশেষভাবে জাগ্রতা। এঁর উপাসনার মাধ্যমেই জীবগণ তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ করতে পারে।

৮. কালীপূজার শিক্ষা : কালী পূজাকে উপলক্ষ্য করে এক শ্রেণীর মানুষ মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদির মত নেশাজাতীয় জিনিস সেবন করে। কালক্রমে এরা এই ধরণের নেশাজাতীয় বস্তুর অধীন হয়ে পড়ে। আমাদের প্রশ্ন কালীমাতা কি এসব জিনিস তার পূজা বা আরাধনার সময় অবাধে গ্রহণ করেন? এসব দ্রব্য কি কালীপূজায় অত্যাবশ্যক? নিশ্চয়ই না। তাহলে কালীপূজার নামে এসব নেশাদ্রব্য গ্রহণের কি যৌক্তিকতা আছে? এতে পূজায় ভক্তি এবং গাম্ভীর্য ক্ষুন্ন হয় না কি? তাই কালীমাতার নাম করে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের কোন আবশ্যকীয়তা এবং যৌক্তিকতা কোন মানদন্ডেই গ্রহণযোগ্য নয় বলা যায়।

কালীমূর্ত্তির দিকে তাকালে দেখা যায় মা দাঁত দ্বারা তাঁর জিহ্বা চেপে রেখেছেন। তাঁর জিহ্বা লাল অথচ দাঁত সাদা। লাল রং রজঃ গুণের প্রতীক। সাদা রং সত্ত্বগুণের প্রতীক। সাদা দাঁত দ্বারা লালবর্ণের জিহ্বাকে চেপে রেখেছেন - এর তাৎপর্য্য হল সত্ত্বগুণ দ্বারা রজগুণকে দমন করতে হবে।

কালী রক্তপান করছেন - এই অজুহাতে পশু বলী দেওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকেও রক্তপান তথা পশুর মাংস মা - এর প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে - এরূপ যুক্তি খুবই সেকেলে, দুর্বল এবং নৈতিকতা বিরোধী বলা যায়। কালীমা যদি রক্তই পান করে থাকেন তবে তাঁর দাঁত সাদা কেন? তাই মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কালী মাতা রক্তপান করেন না।

মার পদতলে শিব। এর তাৎপর্য্য হলো এখানে শক্তিমান শক্তির অধীন। অর্থাৎ শক্তিমানকে নিষ্ক্রিয় রেখে শক্তিই (কালীমা) সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করছেন। এছাড়া শিব হলেন তমঃ গুণের প্রতীক। তাঁকে এক্ষেত্রে পদদলিত করে রাখা হয়েছে। তাহলে সামগ্রিকভাবে কালী পূজার যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হল: মানুষের উচিত সত্ত্ব গুণ দ্বারা রজঃ গুণকে দমন এবং তমঃ গুণকে পদদলিত করে রাখা দরকার।